ক্ষুদিরাম গা-ছাড়া ভাবে বসে আছেন মিলেনিয়াম পার্কের বেঞ্চে। কিশোর বয়সের তাঁর ফলের মতো মুখে শতাব্দীর উৎকণ্ঠা, সংশয়।

কেউ না জানলে, দেখতে না পেলে প্রকটিত হওয়া কঠিন। তা, সে যত বড়ো সত্যিই হোক না কেন। আবার, এমনও নয়, মধ্যরাতে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে প্রাণ জুড়োতে এলেই এই অমর শহিদ দর্শন ঘটবে। হয়তো বিশ্বাসও একটা ব্যাপার, মানে তার অভাবে এমন মরু হৃদয় জন্মায়, যে নিজের পূর্ব পুরুষ, পূর্ব নারীদেরও অস্তিত্ব থাকে না। দাহকার্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জীবন, সেই জীবন ছুঁয়ে বয়ে চলা নদী, বর্ষামঙ্গল, উৎসব, স্বপ্ন— সব, সব ছাই। শুধু ছাই ওড়ে।

বলছি, অমর শহিদ, কিন্তু কথাটা অলঙ্কার মাত্র। যেদিন ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, সেই দিনই কি তিনি নিশ্চিহ্ন হলেন? তারপর ছবি, মালা, গান আর

Scanned with OKEN Scanner

বন্দেমাতরম রাষ্ট্রীয় গর্বের বস্তু হিসাবেই থেকে গেছে।

এই সব প্রশ্ন এবং আরও অনেক কূট প্রশ্নই অপেক্ষমাণ। তারা একে-একে, কখনও-বা হড়পা বানের মতো হুড়মুড়িয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই বিপদের হাত থেকে বাঁচতে লাইফ বোট তৈরি রাখা চাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তি-আচ্ছন্ন, স্থূল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকে সন্দেহের চোখে না দেখলে, কাহিনি এক-পা'ও এগোতে পারবে না। অথচ, আমাদের পিছু হটার উপায় নেই। বিস্ময়কর অনেক ঘটনা আগেই ঘটে গেছে। এই শুরুটা তার ঢের পরে, বলা যেতে পারে কাহিনি এই মুহূর্তে তার মধ্য গগনে।

অথচ, কিছুই প্রকাশিত হয়নি। তাহলে দুর্যোগপূর্ণ, অবিশ্বাস্য ঘটনার অবয়ব-ই বা কোথায়? তারাও তো রয়েছে আড়ালে। চাইছে ভাষায় জেগে উঠতে। লেখ্যরূপ সন্ধানী তারা কিছু কম ভূতুড়ে নয়। এই মুহূর্তে, এই পার্কে একটা সরল পাটিগণিত কাজ করবে। পি এইচ ডি-র জন্য সদ্য নাম লেখানো যুবক ও যুবতী নিশাচর হয়ে উত্তর ও মধ্য কলকাতা টহল দিচ্ছে গত কয়েকদিন যাবৎ। সময়ের এমনই ফের, এই শহরের

Scanned with OKEN Scanner

বাসিন্দা হয়েও, তারা কলকাতার এই দিকটা একেবারে জানে না। মনে করে শহরের এই অংশটা বাতিল হয়েই গেছে, এখন অন্ত্যেষ্টির অপেক্ষা। এই আশা বা আশঙ্কার খুব একটা ভবিষ্যৎ নেই। পুরোনো দু-তিন তলা বাড়ি, বস্তি, বাজার ও আর আর জিনিস মিলে যে প্রাচীনতা, সেখানে খাপছাড়াভাবে একলা-খাড়া কিছু নতুন ফ্ল্যাটবাড়িও উঠেছে। আগুন দামে সেসব কিনেছে অবাঙালি ব্যবসায়ীরা। এইসব বস্তুতান্ত্রিক খুঁটিনাটি যুবক-যুবতীর জিজ্ঞাসার তালিকায় নেই।

খুলে বললে এরা একটা তদন্তকারী দলের হয়ে কাজ করছে। তদন্তের ক্ষেত্র এদের ঠেলে দিয়েছে বাস্তব-বন্দনার বাইরে। জীবন মৃত্যুকে তারা ভাবতে বাধ্য হয়েছে নদীর এ কূল ও কূল। দুইই সত্য। একটি যদি জীবন হয় অপরটি মহাজীবন। এসব শোনা কথায় যুবক-যুবতীর আদৌ কোনও বিশ্বাস আছে কিনা, তা জানা যাচ্ছে না। পেশাদার হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেদের বদলাতে হয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরে কোথাও কতটা বিশ্বাস-অবিশ্বাস রয়ে যেতে পারে, সে ব্যাপারে আত্মসমীক্ষার চেষ্টাও করেনি। তদন্তকারী দলের

Scanned with OKEN Scanner

অধিকর্তা প্রফেসর সান্যাল যুবক-যুবতীদের (এরকম আরও আটজন ক্ষেত্রসমীক্ষায় নিযুক্ত) প্রায় এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেন। সেই সূত্রে ওরা তদন্তের কাজে লাগবে এরকম বেশ কিছু কৃৎকৌশল শিখেছে। এসবের প্রতি যুবক-যুবতীর অগাধ ভরসা। যে জন্য, বাস্তবতার বেড়া টপকে যে অঞ্চলটিতে তাদের ঢুকতে হয়েছে, স্রেফ পেশাদারিত্বের কারণেই সেই অঞ্চলটি সম্পর্কে অবিশ্বাস, সন্দেহের কাঁটা গজাতে দেয়নি। অন্যদিকে, রাত্রি নিংড়ে যেসব উদ্ভট ও চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে, তথ্য ও বয়ান আকারে একটা নির্দিষ্ট ছকে সেসব সাজিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। চমৎকারিত্ব এইখানে যে, এর মধ্যে যে প্রকট স্ব-বিরোধিতা, সেটা তাদের নজরেই নেই। পেশাদারিত্ব আবেগ-নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। সংশয়, প্রশ্ন, স্বপ্ন ইত্যাদিকে জন্মাতে হবে পেশাদারিত্বের গর্ভেই। এমনটাই বুঝেছিল আমাদের এই যুবক-যুবতী। আর সেইভাবে চলতে গিয়ে শিশুসুলভ দৌরাত্ম্যেই হয়তো তারা অতিক্রম করবে সীমা। অসীম তাদের হাতে এসে যাবে জন্মদিনের উপহারের মতো।

Scanned with OKEN Scanner

জিনিসটা যে একটা উলটপুরাণের মতোই, একথা তাদের একবারও মনে হয়নি এমন নয়। কিন্তু এরা যেন তপোবনের হরিণ শাবক। বাধ্য, নিরীহ, সন্ত্রস্ত। প্রফেসর সান্যালকে সন্তুষ্ট রাখাই প্রধান লক্ষ্য। কলেজ সার্ভিস কমিশনে শিকে ছেঁড়াটা সেক্ষেত্রে অবধারিত। যুবক-যুবতী অতি সতর্ক। স্যারকে এমন কোনও প্রশ্ন তারা ভুল করেও করেনি যাতে পাকা বা অতিচালাক মনে হয়। ফল হয়েছে এই যে এখন তারা অকূল দরিয়ায়।

তারা উত্তর খুঁজছে। সেটাই তাদের কাজ। যখন তারা জানেই না— প্রশ্নটা কী? বা মোটের ওপর কতগুলো। তার বদলে তাদের সম্বল বলতে এক প্রাচীন তান্ত্রিকের জটা। অজস্র প্রশ্ন সেই জটাজুটে ঘুমিয়ে ছিল। যেমন ঘুমিয়ে থাকে শহরের এই সাবেক অংশ। প্রফেসর সান্যাল বলেছিলেন, 'সব কিছু বিশদে জানার দরকার নেই। মনে রাখবে এটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রিক সমস্যা।' যা থেকে এদের ধারণা হয়, হয়তো বিদ্রোহাত্মক কিছু, ক্যু দেতা বা ওইরকম কিছু ঘটতে চলেছে।

Scanned with OKEN Scanner